গল্প কথা

ভুলো মনের বৈজ্ঞানিক

অনেকদিন আগের কথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার একজন দিকপাল অধ্যাপকের অফিস। বিশ্ববিখ্যাত একজন বৈজ্ঞানিক এ পদে তখন কাজ করছেন। সবসময় তিনি খুব ব্যস্ত থাকেন। অনেকরকম কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে হয় অধ্যাপক মহাশয়কে। সেদিন কাজ করতে করতে একটা দরকারি কথা তাঁর মনে পড়ল। বেল টিপলেন। বেয়ারা এলে কেরানিবাবুকে ডেকে পাঠালেন অধ্যাপক।

কেরানিবাবু এলেন। খুবই সামান্য মাইনেতে কাজ করেন এই ভদ্রলোক। অধ্যাপক বললেন, দেখ, অমুক কমিটির ফাইলটা নিয়ে এস তো।

ব্যাপারটা হয়েছে এই। বহু সরকারি বেসরকারি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন অধ্যাপক মহাশয়। একটি নামকরা সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মোটা মাইনের একটি পদ খালি হয়েছিল। সেজন্যে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছিল। অনেক দরখাস্ত এসেছিল। দরখাস্তকারীদের বিবরণ সহ কাগজপত্র অধ্যাপক মহোদয়ের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর মতামতের জন্য। নানা কাজের চাপে সেই ব্যাপারটা অধ্যাপক একদম ভুলেই গিয়েছিলেন। আজ হঠাৎ মনে পড়ে গেলে অধ্যাপক দেখলেন শীঘ্রই তাঁর মতামত পাঠানো দরকার। তাই একটু ভেবে মন ঠিক করে ফেললেন অমুক ব্যক্তিই এ পদের জন্য যোগ্য। তাঁকেই তিনি রেকমেন্ড করবেন।

কেরানিবাবু কাগজপত্র নিয়ে হাজির হলেন। তাঁর নিকট থেকে কাগজপত্র নিয়ে অধ্যাপক মহোদয় নিজের মতামত লিখলেন। কিন্তু এমনই তাঁর ভোলা মন যাঁকে তিনি যোগ্য ব্যক্তি বলে মনে করেছিলেন তাঁকে রেকমেন্ড না করে অন্য ব্যক্তিকে করলেন।

লেখা হয়ে গেলে অধ্যাপক ওই ফাইলটি নিয়ে একটা দরকারে রাজভবনে গেলেন। তারপর কাজ শেষ হয়ে গেলে তিনি ফিরে এলেন বিশ্ববিদ্যালয়। কিছুক্ষণ পর তাঁর মনে পড়ল তাই তো ভুলে একজনার বদলে অন্য একজনকে রেকমেন্ড করা হয়ে গেছে।

ডাকা হল কেরানিবাবুকে। তাঁকে আবারও আনতে বলা হল সেই সরকারি ফাইলটি। কেরানিবাবু তো

হঠাৎ মনে পড়ে গেলে অধ্যাপক দেখলেন শীঘ্রই তাঁর মতামত পাঠানো দরকার। তাই একটু ভেবে মন ঠিক করে ফেললেন অমুক ব্যক্তিই এ পদের জন্য যোগ্য। তাঁকেই তিনি রেকমেন্ড করবেন।....কিন্তু এমনই তাঁর ভোলা মন যাঁকে তিনি যোগ্য ব্যক্তি বলে মনে করেছিলেন তাঁকে রেকমেন্ড না করে অন্য ব্যক্তিকে করলেন।

অবাক! বললেন, ফাইল তো আপনি নিজে রাজভবনে নিয়ে গিয়েছিলেন।

অধ্যাপক মহোদয় রেগে উঠলেন, বললেন, আমি কেন নিয়ে যাব? হারালে তো দরকারি ফাইলটা?

কেরানিবাবু বললেন, বিশ্বাস করুন, আপনি নিজে নিয়ে গিয়েছিলেন ফাইলটা।

হয়েছে, হয়েছে। শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা কর না। কী যে তোমার হয়েছে আজকাল। এই একটু সময়ের মধ্যে অমন দরকারি ফাইলটা তুমি হারালে। তোমার একদম মাথার ঠিক নেই।

মাথা চুলকিয়ে আস্তে আস্তে কেরানিবাবু বললেন, আজ্ঞে, মাইনে যা পাই তাতে মাথা কি আর ঠিক রাখা যায়?

বটে, খুব কথা শিখেছ দেখছি। কত মাইনে পাও তুমি?

সবিনয়ে নিবেদন করলেন কেরানিবাবু তাঁর সামান্য মাইনের কথা।

ইতিমধ্যে অধ্যাপক নরম হয়ে গেছেন। বললেন, এখন যাও। তবে ফাইলটা হারিয়ে একরকম ভালোই করেছ। আমি ভুলে একজনার বদলে অন্য আর একজনের নাম রেকমেন্ড করেছিলাম।

একটু পরে আবার এলেন কেরানিবাবু অধ্যাপকের কাছে। ভদ্রলোকের সামান্য মাইনের খবর শুনে অধ্যাপকের মনটা একটু নরম হয়েছিল। বললেন, কী চাই তোমার আবার?

আজ্ঞে, আপনার ফাইলের মধ্যে অন্য কার যেন একটা ফাইল এসে গেছে। মনে হচ্ছে কোনও দরকারি ফাইল, রাজভবনে একবার টেলিফোন করে দেখব কি? বললেন কেরানিবাবু।

দেখতে পার, বললেন অধ্যাপক

টেলিফোন করা হল। জানা গেল অধ্যাপক ভুলে তার একটা ফাইল ওখানে ফেলে এসেছেন। তার বদলে অন্যের একটা ফাইল অধ্যাপকের ফাইলের মধ্যে চলে এসেছে।

রাজভবন থেকে অধ্যাপকের ফাইলটি সংগ্রহ করা হল। দেখা গেল চাকুরি সংক্রান্ত ফাইল সেটিই।

এ গল্পের এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। কিছুদিন পর দেখা গেল কেরানিবাবুর মাইনে বেশ বেড়ে গেছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়েরই ভালো পদে কাজ পেলেন। আর এ সবই হল সেই মনভোলা অধ্যাপকের জন্য।

এই অধ্যাপক কে জানো? তিনি হলেন বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা। বাইরে থেকে দেখলে তাঁকে কঠোর বলে মনে হত কিন্তু তাঁর অন্তরটা ছিল বড়ই কোমল।

প্রদীপ কুমার মিত্র